Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বেগম রোকেয়া : মাসিক মহিলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান
Published online	June 1, 1990
DOI	10.62328/sp.v33i3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.5
Pages	131-154
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বেগম রোকেয়া : মাসিক মহিলা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) সম্পর্কিত তথ্য ও সাহিত্যকর্মের আকর গ্রন্থ হিসেবে আবদুল কাদির (১৯০৬-৮৪) সম্পাদিত ও বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৭৩) রোকেয়া রচনাবলীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এই সম্পাদিত গ্রন্থে বেগম রোকেয়ার কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য ও রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়নি। অধিকন্তু অন্যকোন লেখকও এবিষয়ে আলোকপাত করেছেন বলে জানা যায় না। এই অনুল্লেখ্য তথ্যের মধ্যে 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত বেগম রোকেয়াকে নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ ও ঐ একই পত্রিকায় বেগম রোকেয়ার তিনটি প্রবন্ধ 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?', 'অর্দ্ধাঙ্গী' ও 'সুগৃহিণী' এবং 'স্বার্থপরতা' শীর্ষক একটি নাতিবৃহৎ কবিতা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও 'মাসিক নবনূরে' প্রকাশিত 'আশা-জ্যোতিঃ" শীর্ষক প্রবন্ধটিও রোকেয়া রচনাবলীতে স্থান পায়নি। যদিও, 'মাসিক নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির নাম ও পত্রিকার সংখ্যা রোকেয়া রচনাবলীর 'সম্পাদকের নিবেদন' অংশে উল্লেখ করা হয়েছে (৭/খ, ২/ক)। উল্লিখিত তাৎপর্যে বক্ষ্যমান প্রবন্ধে 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় স্থানপ্রাপ্ত বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্ম ও বাদানুবাদ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হবে।

দুই

কলকাতার 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' প্রকাশিত ও ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (জ. ১৮৩৫? মৃ. ১৯১০) সম্পাদিত 'মাসিক মহিলা' (প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৮৯৫) পত্রিকায় ১৯০৩ সালের মে, জুন ও জুলাই বা ১৩১০ সনের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?' (৮/ক) শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশের সময় রচয়িতার কোন নাম ছিল না শুধু বৈশাখ সংখ্যায়

প্রবন্ধের প্রথম অংশের শেষে তারকা চিহ্নিত পাদটীকায় "ভাগলপুরস্থ সম্ভ্রান্ত মোসলমান পরিবারের একটি মহিলা হইতে প্রাপ্ত" শীর্ষক বক্তব্য প্রদত্ত হয়। তবে 'মহিলা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রবন্ধ শেষে ইংরেজীতে R. S. Hossein নামটি মুদ্রিত হয়। বেগম রোকেয়ার এই প্রবন্ধটিই পরবর্তীকালে 'আমাদের অবনতি' হিসেবে ঈষৎ পরিবর্তিত রূপে 'মাসিক নবনূরের' ১৩১১ সনের ভাদ্র সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। অন্ততঃ উভয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধদ্বয়ের মধ্যে সাযুজ্য লক্ষ্য করে এ বক্তব্য স্বতঃসিদ্ধভাবেই অনুমেয় হতে পারে। অতঃপর মতিচূর (১ম খণ্ড ১৯০৫) গ্রন্থে প্রবন্ধটির নাম পুনরায় পরিবর্তিত হয়ে 'স্ত্রীজাতির অবনতি' হয় (২ / ক)।

এ প্রেক্ষিতে বেগম রোকেয়ার বাংলায় লেখা প্রথম প্রবন্ধ কোনটি, তা নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য যে, মাসিক নবনূরের তৃতীয় বর্ষ ১৩১২ সনের বৈশাখ প্রথম সংখ্যা থেকে পরবর্তী চতুর্থ বর্ষ ১৩১৩ সনের নবম সংখ্যা পর্যন্ত দু'টি সংখ্যা ব্যতীত মোট আঠারো সংখ্যায় প্রকাশিত মতিচূর গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, 'লেখিকার প্রথম রচনা 'পিপাসা (মহররম)' শীর্ষক প্রবন্ধটিও ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে' (৭/ ক)। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের (জ. ?–মৃ ১৯২২) উক্তিও এ তথ্যের কাছাকাছি হলেও কিন্তু গ্রন্থ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে (২ / খ)। আবদুল কাদির এ বিষয়ে যে উক্তি করেছেন, তাও উদ্ধৃতি যোগ্য হতে পারে। তিনি বলেছেন, "কিন্তু বাস্তবিকই 'মহররম' বিষয়ে রোকেয়া কোন পৃথক পুস্তক রচনা করেছিলেন কিনা তা সন্ধান করা যেতে পারে।" (২ / খ)। কিন্তু ১৯০৩ ও ১৯২৬ সালে যথাক্রমে 'মাসিক মহিলা' ও 'বার্ষিক সওগাত' পত্রিকায় বেগম রোকেয়ার যে পরিচিতি মুদ্রিত হয়, সেখানে 'পিপাসা (মহররম)' শীর্ষক কোন গ্রন্থের উল্লেখ নেই। উল্লিখিত পরিচিতিদ্বয় বেগম রোকেয়ার জীবিতকালে প্রকাশিত অন্যতম প্রামাণ্য বর্ণনা (৫ / ক ; ৮/ ঙ)। অন্যদিকে মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আমার দেখা লোক' (১৯১৭ ?) গ্রন্থটিও বেগম রোকেয়ার জীবদ্দশায় প্রকাশিত এবং এখানে স্থানপ্রাপ্ত তথ্যাদির বিরোধিতা করে বেগম রোকেয়া প্রদত্ত কোন বক্তব্যের সংবাদ এখনও অজানা। আবার মুকুন্দদেবের পক্ষেও স্মৃতিভ্রম বশতঃ উক্ত প্রবন্ধটিকে গ্রন্থ হিসেবে বর্ণনা করা অমূলক নয়। অধিকন্তু, নিজস্ব স্কুল পরিচালনার সূত্রে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়

(১৮৭১) তথা কলিকাতা ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার আমৃত্যু অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল, এবং এই সমাজের অন্যতম দৃঢ় স্তম্ভ ছিলেন মুকুন্দদেবের পিতা ও মুকুন্দদেব নিজে। অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকার কারণে সম্ভবতঃ বিষয়টি বেগম রোকেয়ার কাছে সামান্য কিংবা গুরুত্বহীন বিবেচিত হলেও হতে পারে। অতএব, উল্লিখিত তথ্য ও যৌক্তিকতাসমূহ বিশ্লেষণ করে যে তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাহলো 'পিপাসা (মহররম)' কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নয়, প্রবন্ধমাত্র। 'মাসিক নবনূরে' প্রদত্ত বিজ্ঞাপন অনুযায়ী লেখিকার প্রথম রচনা 'পিপাসা (মহররম)' সন্দেহাতীতভাবে সত্য হিসেবে ধরে নিলেও, উক্ত প্রবন্ধটি লেখিকার প্রথম প্রকাশিত বা মুদ্রিত প্রবন্ধ কিনা সে প্রশ্ন থেকেই যায়। কলিকাতা জাতীয় গ্রন্থাগারে 'অন্তঃপুর' ও 'নবপ্রভা' পত্রিকার ১৯০৪-০৫ সালের যে সব সংখ্যা রক্ষিত সেখানেও 'পিপাসা (মহররম)' শীর্ষক কোন প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়নি। ফলে উক্ত পত্রিকাদ্বয়ের ১৯০৩ সালের মে মাসের পূর্বে প্রকাশিত সংখ্যাগুলো না দেখা সাপেক্ষে 'অলঙ্কার না Badge of Slavery ?' প্রবন্ধটিই বেগম রোকেয়ার বাংলায় প্রকাশিত প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে। তবে, আপাতঃ অজ্ঞাতনামা পত্রিকায় 'পিপাসা (মহররম)' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের ক্ষীণ সম্ভাবনা ব্যতীত 'অলঙ্কার না Badge of Slavery ?' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশের পূর্বে বেগম রোকেয়ার স্বনামে প্রকাশিত অন্যকোন সাহিত্য নির্দশনের সন্ধান পাওয়া যায় না।

তিন

মাসিক মহিলা পত্রিকায় 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই 'প্রবন্ধটির ভাব-ভাষা' নিয়ে পাঠক-পাঠিকা মহলে "সমালোচনার ঝড়' ওঠে। পাঠিকাদের কঠোর সমালোচনামূলক তিনটি পত্র ১৯০৩ সনের 'মাসিক মহিলার' আগস্ট (একটি পত্র) ও সেপ্টেম্বরে (দুটি পত্র) 'নারী কি নরের সমকক্ষ' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। প্রথম পত্রে, কলকাতা থেকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক "একজন মহিলার পাঠিকা" তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করে লেখেন:

> এই পত্রিকা পাঠ করিয়া শিক্ষালাভ করিবার জন্য আমরা আমাদের কন্যাভগিনী আত্মীয়দের হস্তে দিয়া থাকি। কিন্তু, তাহারা কি অতঃপর এই শিক্ষালাভ করিবে যে স্বামীর অবাধ্য

হওয়া, স্বামী আদর করিয়া দু'খানা গহনা দিলে তাহা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া ঘৃণা করা, তাহা কুকুরের যোগ্য বলিয়া মনে করা, স্ত্রী সৌন্দর্যের বিকাশ সাধক সুদীর্ঘ অলকগুচ্ছকে স্বামীগণের প্রহার করিবার সুবিধাজনক উপায় মনে করা, এক কথায় স্বামীর উপর একটা নিরবিচ্ছিন্ন ঘৃণার উদয় হওয়াই কি স্ত্রী শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য? মহিলাগণ কি স্ব স্ব গার্হস্থ্য জীবনের প্রধান কর্তব্য সকল পরিত্যাগ করিয়া এখন কেবল স্বামীগণের সহিত টক্‌কর দিতে দিতেই জীবনাতিপাত করিতে থাকিবে? এই কি শিক্ষা? এই কি সুমতি? এই কি নারী জীবনের উদ্দেশ্য? এবং এইরূপ প্রবৃত্তি হইলেই কি আমাদের কন্যাভগিনীগণের ভবিষ্যৎ জীবন সুখশান্তিময় পবিত্রময় ও উন্নতিশীল হইবে? (৮/ক)

উল্লিখিত পত্রিকার সেপ্টেম্বর সংখ্যায় যে দু'টি পত্র মুদ্রিত হয়, তার 'ভাব-ভাষা' ছিল আরো উত্তেজক, বলা যায় চরমভাবাপন্ন। এ সংখ্যার দ্বিতীয় পত্রে কটক থেকে 'শ্রীমতি : র' (ছদ্মনাম) লেখেন:

...Mrs, R. S. Hosein যাহা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলাম। তাঁহার প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কতকগুলি কথার উত্তর দিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, তাহাই লিখিতেছি।

'তিনি লিখিয়াছেন মহিলাগণ সকলেই দাসী, ইহারা পুরুষের দাসত্ব করে, তাহাদের মস্তকের কেশ হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত সমুদায় দাসত্বরূপ আবরণে আবৃত।' লেখিকা যাহাকে দাসত্ব বলিয়াছেন আমরা তাহাকে দাসত্ব বলিব না, দাসত্ব না বলিয়া আমরা তাহাকে পারিবারিক বন্ধন বলিব। পারিবারিক বন্ধনে মহিলাগণ আবদ্ধ। পারিবারিক বন্ধনকে কি আপনি দাসত্ব বলিতে চান? পারিবারিক বন্ধন কখনই দাসত্ব নহে।··· আমাদিগকে সামাজিক মঙ্গলের জন্য অবশ্যই স্বার্থবিসর্জন দিতে হইবে।···

লেখিকা লিখিয়াছেন যে, 'আমরা দাসত্বে এরূপ জড়িত হইয়াছি যে, পুরুষগণ আমাদিগকে অলঙ্কাররূপ শৃঙ্খল পরিধান করাইয়া থাকে।'—আমি এখন লেখিকা ভগ্নীকে বলিতেছি, শুধু বলিতেছি না অনুরোধ করিতেছি এই যে, স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার পরিধান যদি

ছাড়াইতে পারেন, অন্ততঃ কিছু কমাইতে পারেন তাহার চেষ্টা করুন, আমাদের তাহাতে কোন আপত্তি নাই। কিন্তু দুখের সহিত বলিতেছি এ চেষ্টায় তিনি জয়ী হইতে পারিবেন না; কারণ স্ত্রীলোক সাধারণতঃ অলঙ্কার প্রিয়া, এরূপ অল্প মহিলাই আছেন যে অলঙ্কার ভালবাসেন না। অলঙ্কারকে স্ত্রীলোকেরা শৃঙ্খল মনে করেন না, যদি শৃঙ্খল মনে করিতেন তবে একদিন ইহার ব্যবহার উঠিয়া না গেলেও অন্ততঃ কমিয়া যাইত। স্ত্রীলোকদিগের অন্তরে সুন্দর ভাব দেখাইবার ভাব আছে, সেই জন্য অনেকে গহণা ব্যবহার করে।" [৮/খ]

পরিশেষে 'শ্রীমতি রে'র মন্তব্য হল :

> "ভগ্নীগণ, যাহারা স্বাধীনতা বলিয়া অস্থির হইয়াছেন তাহারা ক্ষান্ত হউন। পূর্ব্বে নারীদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হইত না বটে, কিন্তু এখন যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ইহাপেক্ষা আর অধিক স্বাধীনতার পথ শুভ নয়।···সমস্ত কাজেরই একটা সীমা আছে, সীমার পরপারে গেলেই বিপদ, সুতরাং ক্ষান্ত থাকাই মঙ্গল।" [৮/গ]

তৃতীয় পত্রে জনৈকা মহিলা'র বক্তব্যও পূর্বে উদ্ধৃত পত্রের বিষয়বস্তুর অনুরূপ। তাঁর মতে :

> "হিন্দু মহিলাগণ স্বামীগণকে দেবতা ভাবিয়াই সুখী। তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পরেন না যে, আমরা দাসত্ব করিতেছি।··· মুসলমান ভগিনীটী পুরুষ ও স্ত্রীজাতির অধিকার যেন 'শরিকী ভাগ, এইরূপভাবে অঙ্কিত করিয়াছেন।···আমার মনে হয়, পুরুষজাতি সংসার সমুদ্রে নৌকাস্বরূপ, স্ত্রীজাতি তাহার হাল স্বরূপ হইয়াছেন।" [৮/ঘ]

পত্রিকা কর্তৃপক্ষ অবশেষে 'সমালোচনার ঝড়' নিরসনে উদ্যোগী হন। এ সম্পর্কে মহিলা পত্রিকার ১৯০৩ সালের সেপ্টেম্বর সংখ্যায় দীর্ঘ উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয় :

> "মোসলমান মহিলা রচিত 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?' শীর্ষক প্রবন্ধ ইতিপূর্ব্বে ক্রমশঃ দিয়া মহিলা পত্রিকায় প্রকাশিত

হইয়াছে। সে প্রবন্ধে কতগুলি মতের প্রতিবাদ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের তিনটী মহিলা আমাদের নিকটে পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। একখানা পত্র গত শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। অপর দুইখানা পত্র এই প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশ করিতে বাধ্য হওয়া গেল।···পূর্ব্ব প্রকাশিত পত্র কিছু তীব্র হইয়াছে, তাহাতে প্রবন্ধ রচয়িত্রীর প্রতি কঠোর আক্রমণ করা হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে নারী দাসত্ব ও অধীনতা বিষয়ে যে ভ্রান্ত মত ব্যক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় পত্রের লেখিকা তাহার উত্তর দান করিয়াছেন। তজ্জন্য উহা প্রকাশ করিতে এবং রচয়িত্রীর কোন কোন বিষয়ের ভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে লেখনি চালনা করিতে হইল।

প্রবন্ধ রচয়িত্রীর প্রতি আমাদের আন্তরিক সম্মান ও শ্রদ্ধা জানিবেন। তিনি মোসলেম সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা এবং সম্ভ্রান্ত লোকের পত্নী। তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। তিনি কোন কলেজ-স্কুলে শিক্ষালাভ করেন নাই; ভ্রাতার কিঞ্চিৎ সাহায্যে নিজ যত্নে গৃহে বসিয়া ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় উত্তমরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার রচিত অমুদ্রিত অনেকগুলি বাঙ্গলা কবিতা আমরা পাঠ করিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিয়াছি যে, তাঁহার কবিত্বশক্তি অসামান্য। তিনি বেশ বুদ্ধিমতি চিন্তাশীলা মনস্বিনী কন্যা। বঙ্গীয় মোসলমান কূলে অসামান্য নারী বলিয়া আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা, আদর ও সম্মান করি। মোসলমান পরিবারের বধূদিগকে ও কন্যাদিগকে নানা কারণে পুরুষগণ কর্তৃক অনেক প্রকার নিপীড়ন ও ক্লেশ সহ্য করিতে হয়, তিনি ব্যথিত হৃদয়ে সেই ভগিনীদিগের কল্যাণোদ্দেশে উপরিউক্ত প্রবন্ধ ও 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এজন্য পুরুষদিগের প্রতি তাঁহার আক্রমণ কিছু সীমা অতিক্রম করিয়াছে, স্ত্রী স্বাধীনতাদি বিষয়েও তাঁহার কিছু ভ্রান্ত মত প্রকাশ পাইয়াছে। নারী জাতির প্রতি যে অনেক পুরুষের ব্যবহার সমুচিত নহে, অনেক স্বামী যে পত্নীকে যথোচিত সম্মান করেন না, অনেক স্থলে স্বামী কর্তৃক পত্নী অতিশয় নিপীড়ন ও নিগ্রহ সহ্য করেন, তাহাদের প্রাপ্য অধিকার

পাইতে স্বামীগণ অন্তরায় হইয়া থাকেন, ইহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সাধারণভাবে সকল পুরুষ সেই দোষে দোষী নহে; সকল পুরুষ তাহাদের শিক্ষা ও সমুন্নতির অন্তরায় নহে, তাহাদের স্বাধীনতা লাভের বিপক্ষে নহে বরং শিক্ষিত সমাজের অনেক পুরুষই ঐ সকল বিষয়ে বিশেষ অনুকূল মনোভাব পোষণ করিয়া থাকেন।" [৮/৬]

চার

'মাসিক মহিলার' উল্লিখিত 'নারী কি নরের সমকক্ষ' শীর্ষক উপ-সম্পাদকীয়র একস্থানে 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধটির প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। মূলতঃ এই পত্রিকার ১৩১০ সনের ৯ম ভাগ, প্রথম সংখ্যা শ্রাবণ, তৃতীয় সংখ্যা আশ্বিন এবং চতুর্থ সংখ্যা কার্ত্তিক অর্থাৎ ১৯০৩ সালের আগস্ট, অক্টোবর এবং নভেম্বরে যথাক্রমে অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের প্রথম (পৃ. ১৯-২১), দ্বিতীয় (পৃ. ৭৮-৭৯) ও তৃতীয় বা শেষাংশ (পৃ. ১০৮-১১৩) প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার ভাদ্র বা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় সংখ্যায় 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রকাশিত হয়নি। কেননা, ঐ সংখ্যায় পূর্বোক্ত উপ-সম্পাদকীয় মন্তব্যসহ 'মহিলা' পত্রিকার পাঠিকাদের প্রেরিত দুটি চিঠি মুদ্রিত হয়েছিল। কিন্তু রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদকের নিবেদন অংশে বলা হয়েছে, "অর্ধাঙ্গী (রোকেয়া রচনাবলীতে এই বানান রক্ষিত) নবনূর পত্রিকার ১৩১১ সনের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল" (পৃ. ১০)। এ ক্ষেত্রে ধারণা করা সঙ্গত যে, অর্দ্ধাঙ্গী প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'মাসিক মহিলায়', অতঃপর নবনূরে পুনর্মুদ্রিত হয়।

মতিচূর (১ম খণ্ড) গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধ 'সুগৃহিণী' সম্পর্কেও রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদকের কোন মন্তব্য নেই। এই প্রবন্ধটিও 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সংবাদ জানা যায়। ঐ পত্রিকার ৯ম ভাগ, ১৩১০ সনের মাঘ, সপ্তম সংখ্যায় প্রথমাংশ (১৮৭-১৯২) এবং ফাল্গুন অষ্টম সংখ্যায় (অর্থাৎ ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ সংখ্যা) শেষাংশ (পৃ. ২১৭-২২১) প্রকাশিত হয়। 'মহিলাদিগের রচনা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র বিভাগে প্রবন্ধটি স্থান পেয়েছিল।

স্মর্তব্য, 'অর্দ্ধাঙ্গী' প্রবন্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে এবং 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধের প্রথম পর্বে প্রাবন্ধিকের কোন নাম উল্লেখ ছিল না। 'অর্দ্ধাঙ্গী'

ও সুগৃহিণী' উভয় প্রবন্ধের তৃতীয় এবং দ্বিতীয় পর্বের শেষাংশে Mrs. R. S. Hossein নামটি মুদ্রিত হয়।

বেগম রোকেয়ার উল্লিখিত প্রবন্ধগুলো 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশের পর, নবম ভাগ, ১৩১১ সনের আষাঢ়, দ্বাদশ সংখ্যায় অর্থাৎ ১৯০৪ সালের জুলাই সংখ্যায় 'স্বার্থপরতা' শীর্ষক কবিতাটি মুদ্রিত হয়। জানা মতে, 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় বেগম রোকেয়ার এটিই একমাত্র প্রকাশিত কবিতা। উক্ত পত্রিকার 'মহিলাদিগের রচনা' বিভাগে (পৃ. ৩৪৮-৩৪৯) কবিতাটি স্থান পায়। কবিতাটির শিরোনামের পাশে তারকাচিহ্নিত পাদটীকায় বলা হয়, "ভাগলপুরস্থ মোসলমান মহিলা Mrs. R. S. Hossein কর্তৃক বিরচিত।" [সম্পূর্ণ কবিতাটি ৮/খ সংখ্যক তথ্যসূত্রে উদ্ধৃত হল]।

পাঁচ

সত্য যে, বেগম রোকেয়ার বর্তমানে যে প্রতিষ্ঠা, তা প্রধানতঃ সৈয়দ এমদাদ আলী (জ. ১৮৮০ মৃ. ১৯৫৬) সম্পাদিত বহুল প্রচারিত মাসিক নবনূর (প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩১০) পত্রিকার মাধ্যমে এবং ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত 'মতিচূর' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের বিজ্ঞাপন প্রকাশের পরে থেকে (৭/ক ; ৭/গ)। অতঃপর তা আরো বিস্তৃত ধারায় প্রকাশিত হয়, সওগাতের (প্রথম প্রকাশ অগ্রহায়ণ ১৩২৫) বার্ষিক সংখ্যায় (১৩৩৩) "মহিলা সাহিত্যিকগণ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়" (পৃ. ১৯৫) বিভাগে পরিচিতি প্রকাশ উত্তর। তবে, সমকালে বেগম রোকেয়ার সামগ্রিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ সাখাওয়াৎ বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার (১৯১১) পক্ষে-বিপক্ষের পটভূমিতেও তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ঘটেছিল, সে প্রসঙ্গও অনস্বীকার্য। কিন্তু বেগম রোকেয়ার সূচনা পর্বের সাহিত্য কর্ম মাসিক মহিলায় স্থান পাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। বিভিন্ন খণ্ড-বিখণ্ড তথ্য যোগসূত্রে যে অনুমান গড়ে ওঠে, তাহলো হিন্দু কলেজের (১৯১৭) বিখ্যাত ছাত্র, শিক্ষাবিদ, ঔপন্যাসিক ও ব্রাহ্ম আন্দোলনের নিষ্ঠকর্মী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের (জ. ১৮২৫-মৃ. ১৮৯৪) পুত্র মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় (জ. ?-মৃ. ১৯২২) ছিলেন সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের (জ. ১৮৫৮-মৃ. ১৯০৯) হুগলী কলেজের (প্র. ১৮৩৬) সহপাঠী (১৮৭৭-৭৮) ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। সৈয়দ সাখাওয়াৎ

হোসেনকে স্কলারশীপ দিয়ে ইংল্যাণ্ডে প্রেরণের (১৮৮০) বিষয়েন্ড ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আন্তরিক উদ্যোগ স্বীকৃত। পরবর্তীকালে সৈয়দ সাখাওয়াৎ ও মুকুন্দদেব ভাগলপুরে (১৮৯৭) একই সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। ফলে মুকুন্দদেবের কন্যাদ্বয় সুরূপা দেবী (জ, ১৮৭৯-মৃ, ১৯২২, ছদ্মনাম ঃ ইন্দিরা দেবী) ও অনুরূপা দেবী (জ, ১৮৮২- মৃ, ১৯৫২, ছদ্মনাম ; রাণীদেবী) এবং তাঁদের বান্ধবী নিরূপমা দেবী (জ, ১৮৮৩—মৃ, ১৯৫১, ছদ্মনাম : হেমনলিনী দেবী) সাহচর্যে সম্ভবতঃ সদ্যবিবাহিতা বেগম রোকেয়ার লেখিকা জীবনের প্রস্তুতি গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। উল্লেখযোগ্য যে, এসময়ে মাসিক মহিলার সম্পাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন ধর্মীয় প্রচারণা, চিন্তাচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশের জন্য ভাগল-পুরে বিভিন্ন ব্রাহ্ম পরিবারের সঙ্গে একাধিক অবস্থান করতেন। এ প্রেক্ষিতে, মুকুন্দদেবের কন্যাদের সঙ্গে সৌহার্দ্য সম্পর্ক তৈরি ও তাঁদের মাধ্যমে কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হিসেবে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের সঙ্গে পরিচয় হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে, পরিচয় যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন. বেগম রোকেয়া যে ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'অত্যন্ত নৈকট্য' লাভ করেছিলেন, ছিলেন কন্যা সমতুল্য, (বেগম রোকেয়া ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে 'মুসলমান ব্রাহ্ম' উপাধী দিয়েছিলেন) তা ভাই গিরিশচন্দ্র সেন লিখিত 'আত্মজীবনী' (১৩১৩) গ্রন্থে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ আছে। উল্লিখিত তাৎপর্যেই 'মাসিক মহিলায়' বেগম রোকেয়ার সূচনা পর্বের সাহিত্য-কর্ম (পাশাপাশি মাসিক নবনূরে অনুরূপা দেবী এবং নিরূপমা দেবীর সাহিত্যকর্ম) প্রকাশিত হওয়ার অভ্যন্তরীণ কার্যকারণ সমধিক বিবেচিত হতে পারে [১/ক ; ২/গ ; ৪/ক ; ৬/ক ; ১০/ক ; ১১/ক ; ১২/ক]।

আরো উল্লেখযোগ্য যে, বেগম রোকেয়ার লেখাসমূহ প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে 'মাসিক মহিলার' বিভিন্ন সংখ্যায় মুসলমান মহিলাদের (বিশেষত বাঙালী মুসলমান) সামাজিক অবস্থা, শিক্ষা, অবরোধ ও পর্দা বিষয় বিভিন্ন অজ্ঞাতনামা লেখক লেখিকার বেশকিছু প্রবন্ধ, উপ-সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন : মাসিক মহিলার ১ম ভাগ, ১৩০২ সনের শ্রাবণ, প্রথম সংখ্যা অর্থাৎ ১৮৯৫ সালের জুন মাসের পত্রিকায় —'মোস্লেম নারীদিগের অবস্থা' শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয় (পৃ. ৯-১১) প্রকাশিত হয়। এই উপ-সম্পাদকীয়র শেষাংশ প্রকাশিত হয় ১৩০২ সনে ভাদ্রের দ্বিতীয় সংখ্যা বা ১৯৮৫ সালের আগস্ট সংখ্যায়।

উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়—"অবরোধ প্রথা মোসলমান নারীদিগের জীবনের স্ফূর্তি ও উন্নতির বিষম অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কারাবাসীর অপেক্ষাও তাহাদের দুঃখের অবস্থা।···উপরিউক্ত কুরীতি ও কুপ্রথার উচ্ছেদ সাধন, উপযুক্তরূপে তাহাদিগকে শিক্ষাদান না করিলে এবং তাহাদিগকে ঈশ্বর-কন্যা বলিয়া শ্রদ্ধা না করিলে ও প্রীতি না করিলে তাহাদের দুরবস্থার অপনোদন ও মুসলমান সমাজের নৈতিক উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে না" (পৃ. ৩৪-৩৫)। ঐ পত্রিকার ৪র্থ ভাগ, ১৩০৫ সনের ফাল্গুন ৮ম সংখ্যা বা ১৮৯৯ সালের মার্চ সংখ্যায় 'স্ত্রী স্বাধীনতা' শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়, "স্ত্রী জাতির অবস্থার সংস্কার করিতে হইলে স্বাধীনতার বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। ভারত মহিলার বর্তমান অবস্থা অতি শোচনীয়। ···সচরাচর মুসলমান সমাজে স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের ভোগের বস্তু বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে (পৃ. ১৭১-১৭২)। ১৩০৬ সনের বৈশাখ ১০ম সংখ্যা বা ১৮৯৯ সালের মে মাসের পত্রিকায় 'আমাদের কথা' শীর্ষক একটি উপ-সম্পাদকীয়তে যা বলা হয়, তাও উদ্ধৃত-যোগ্য হতে পারে। যেমন "স্ত্রী কেবল দাসী হইয়া পুরুষের সেবা করিবে, ঘর লেপিবে, ভাত রাঁধিবে, জল তুলিবে ও পুরুষের বকুনি খাইবে, ইহা কোনমতে সহ্য করা যায় না" (পৃ. ২২৮)। অবশ্য একথা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের 'অন্তঃপুরবাসীনীদের' জন্যই বলা হয়েছে। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেও 'মাসিক মহিলার' বক্তব্য সংস্কারহীন ও প্রাঞ্জল। ৬ষ্ঠ ভাগ, ১৩০৭ সনের অগ্রহায়ন, ৫ম সংখ্যা বা ১৯০০ সালের ডিসেম্বরে এ বিষয়ে বলা হয়, "প্রাচীন শ্রেণীর বঙ্গীয় হিন্দু-মহিলাগণ মোসলমানদিগকে এরূপ ঘৃণা করেন যে, তাঁহা-দের ছায়া মাড়াইলেও তাঁহারা আপনাদিগকে অশুচি মনে করিয়া থাকেন।···এদিকে বিহার ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে রাজপুত ও কায়স্থাদি উচ্চশ্রেণীর হিন্দুগণের আচরণ তাঁহার বিপরীত। ···সে দেশে হিন্দু ও মোসলমানের একগৃহে রন্ধন ও ভোজন করিবার বাধা নাই। তবে জাতি যে কিসে যায় ও থাকে বঙ্গী হিন্দু মহিলাগণ কি বলিতে পারেন?" (পৃ. ১১৯-১২০)

বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, উল্লিখিত প্রবন্ধ, উপ-সম্পাদকীয়র সঙ্গে বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধের বিষয়বস্তু প্রায় সমধর্মী। 'মাসিক মহিলা'

পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার চিন্তাচর্চার ঐক্য এক্ষেত্রে সহজেই লক্ষণীয়। এ তাৎপর্যেও বেগম রোকেয়ার সঙ্গে 'মাসিক মহিলা' পত্রিকার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠা অসঙ্গত নয়। 'মাসিক নবনূর' প্রকাশের পূর্বে 'মাসিক মহিলার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার দৃষ্টিভঙ্গীর এই সাযুজ্যবোধ সহজেই পরস্পরের মধ্যে একটা সম্পর্ক তৈরি-উত্তর তাঁর মেধা ও মননের বিকাশে বিশেষ পটভূমি সৃষ্টির সহায়তা করেছিল বলে মনে হয়। এ ছাড়াও, 'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় বেগম রোকেয়া সম্পর্কে উপ-সম্পাদকীয়তে তথ্য প্রদানসহ তাঁর অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই উক্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার সম্পর্কের গভীরতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কর্ম ও সাহিত্য জীবনের ক্রমবিকাশের প্রায় মধ্যগগণে বেগম রোকেয়ার আকস্মিক জীবনাবসান ঘটে শুক্রবার ১৯৩২ সালের ৯ই ডিসেম্বর (৯ই অগ্রহায়ণ ১৩৩৯) উষালগ্নে বা সুবেহ সাদেকের সময়। বিভিন্ন জাতীয় দৈনিক ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা তাঁর মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করে। মৃত্যু সংবাদে কলিকাতাসহ বাংলদেশের সুধী সমাজ আলোড়িত হয়। তবে, বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার মধ্যে সুভাষচন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) সম্পাদিত 'দৈনিক বঙ্গবাণীর' সংবাদ পরিবেশনা ছিল বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। উক্ত পত্রিকার 'আজিকার সংবাদে' বলা হয়—

> "সাকোয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস আর-এস-হোসেন গতকল্য দেহত্যাগ করিয়াছেন।" [৩/ক]

অতঃপর উক্ত দৈনিকের ভিতরে ছয় পৃষ্ঠায় মিসেস হোসেন সম্পর্কে বিশেষ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেখানে বলা হয়—

পরলোকে মিসেস হোসেন

> নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক—সাকোয়াৎ মেমোরিয়াল বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রীর মৃত্যু। নারী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক সাকোয়াৎ মেমোরিয়াল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী মিসেস. আর-এস-হোসেন গতকল্য প্রাতঃকালে ১৬২ লোয়ার সার্কুলার রোডে উক্ত স্কুল গৃহে পরম শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার জীবন এবং যথা সর্ব্বস্ব স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার কল্পে নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিগত ১৯১১ সালে তাঁহার স্বামী প্রদত্ত মাত্র

দশ হাজার টাকা সম্বল লইয়া তিনি উক্ত বিদ্যালয় আরম্ভ করেন। মুসলমান বালিকাদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি জীবনব্যাপী চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ছাত্রীগণকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া,—তাঁহাদের মানসিক বৃত্তিসমূহের সম্যক বিকাশ সাধন করা,—প্রত্যেক ছাত্রীকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং স্বাধীনভাবে পর্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ দেওয়া; ভারতীয় ও ইউরোপীয় কৃষ্টির যাহা সর্বোৎকৃষ্ট, ছাত্রীদিগকে তাহার বিষয় জ্ঞানদান করা।...

মোস্লেম সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতাদের উপস্থিতিতে সোদপুরে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করা হইয়াছে। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন: তাঁহার নিকট আত্মীয়দের মধ্যে আছেন এক ভগ্নী এবং স্যার আবদুল করিম গজনভী এবং মিঃ এ-এইচ-গজনভী। [৩/ক]

ঢাকা শহরেও বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হওয়ার সংবাদ জানা যায়। পূর্বোক্ত দৈনিকে এ সম্পর্কে বলা হয়—

ঢাকা ২৭শে ডিসেম্বর।

ঢাকার প্রসিদ্ধ নেতা চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস সাহেব এবং কলিকাতার শ্রীমতি আর-এস-হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য গতকল্য অপরাহ্নে করোনেশন পার্কে শ্রীযুত শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুত-যোগেন্দ্রনাথ গুহঠাকুরতা, মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা. মোহিনী মোহন দাশ এবং মৌলবী অলিউল্লা সোফিয়ানা সভায় বক্তৃতা করেন। মৌলবী শামসুল হুদা সভাপতিকে ধন্যবাদ দেওয়ার পর সভার কার্য শেষ হয়। [৩/খ]

স্মর্তব্য, কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (এখন কফি হাউস: ১৫নং কলেজ স্কোয়ার) ১৯৩২ সালের ২৫ এবং ২৬শে ডিসেম্বর দু'দিন ব্যাপী বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের পঞ্চম বার্ষিক সম্মেলন 'অত্যন্ত জাকজমকভাবে' অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে বিকেল সাড়ে চারটায় কাজী আবদুল ওদুদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সাহিত্য

অধিবেশনে বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ 'স্বর্গতঃ মিসেস এস-আর-হোসেন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উক্ত সভায় "কবি কায়কোবাদ, অধ্যাপক জহুরুল ইসলাম, আবুল হুসেন (বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের কর্মযোগী), আফজাল-উল-হক, কবি শাহাদৎ হোসেন, কবি মহিউদ্দিন, মিসেস নূরুন্নেসা খাতুন বিদ্যাবিনোদিনী, অধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, প্রমুখ বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।" দৈনিক বঙ্গবাণীর ভাষ্যকারের মতে, "বেগম শামসুন নাহার মাহমুদের "স্বর্গতঃ মিসেস এস-আর-হোসেন" প্রবন্ধটি অত্যন্ত মনোরম তথ্যপূর্ণ হইয়াছিল।" [৩/গ]

সাত

'মাসিক মহিলা' পত্রিকায় প্রকাশিত বেগম রোকেয়ার সাহিত্যকর্মের বিষয়ে রোকেয়া জীবনীকার শামসুন নাহার (১৯০৯-৬৪), রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদক এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অন্যান্য সমালোচক, লেখক কোন মন্তব্য করেন নি। 'মাসিক মহিলা' বা 'নবপ্রভায়' রোকেয়ার লেখা প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ জানা যায়, এ ধরনের উক্তি করেই সকলে দায়িত্ব শেষ করেছেন। বলা বাহুল্য নয়, বেগম রোকেয়া সম্পর্কে এযাবৎ প্রকাশিত প্রধান প্রধান গ্রন্থ ও প্রবন্ধসমূহ অধিকাংশই 'নবনূর', 'সওগাত' ও মাসিক মোহাম্মদীর' বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ ও তথ্যাবলীসহ শামসুন নাহার রচিত রোকেয়া জীবনীর ভিত্তিতে রচিত এবং প্রায়শঃ বক্তব্যের পুনরাবৃত্তিও লক্ষণীয়। সম্ভবতঃ 'মাসিক মহিলা' পত্রিকা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য হওয়ার কারণেই এ অবস্থার সৃষ্টি। তবে, পূর্বে প্রদত্ত প্রামাণ্য তথ্যের মাধ্যমে এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, ভাগলপুরে বেগম রোকেয়া একেবারেই নিঃসঙ্গ ছিলেন না, তাঁর সাহিত্য চর্চার সূত্রপাত ভাগলপুর অবস্থান কালেই এবং সাধারণ্যে প্রকাশের ভূমিকা বা দায়িত্ব ভাই গিরিশচন্দ্র সেনই প্রথম গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া, শামসুন নাহার প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে বেগম রোকেয়ার স্কুল পরিচালনার সূত্রে প্রথম থেকেই সুসম্পর্ক ছিল। এ সম্পর্ক যে একদিনে আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠেনি, তা ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের 'আত্মজীবন' গ্রন্থে বর্ণিত। এ সমস্ত তথ্য উপেক্ষণীয় হতে পারে না। রোকেয়ার মানস গঠনে যে উদার নৈতিকতাবোধ, সাম্প্রদায়িকতাশূন্য

চেতনা-প্রবাহ ও প্রথম জীবনে পর্দা ও অবরোধের বিরোধিতা করে, এমনকি মুসলমান 'ধর্মগুরুদের' আক্রমণ করে নারী স্বাধীনতার বিষয় যে নিঃশঙ্ক বক্তব্য বিধৃত, তা অবশ্যই তাঁর অগ্রজ, অগ্রজা ও স্বামীর প্রভাব ছাড়াও ব্রাহ্ম সমাজের প্রেরণা আশ্রিত ছিল, তা বলা যায়।

বেগম রোকেয়ার সাহিত্য-চর্চা তাঁর কর্মতৎপরতারই অংশবিশেষ। মমত্ব ও ব্যঙ্গের সুসমন্বয়ে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে তাঁর লেখনী চালিত (১৩/ ক)। কিন্তু মাসিক মহিলায় যখন তার সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত তখন তাঁর বয়স পূর্বোক্ত পত্রিকার ভাষানুযায়ী 'মাত্র চব্বিশ বৎসর' এবং তিনি স্বামীর সঙ্গে সাধারণ সংসার ধর্ম পালনে ব্যস্ত। বরঞ্চ বলা যেতে পারে, একাধারে পৌঢ় অসুস্থ স্বামীর সেবাযত্ন, সৎকন্যার দায়ভাগ, নিজের দু'টি সন্তানের মৃত্যু-স্মৃতি, অন্যদিকে নারী জীবনের সার্থকতা অন্বেষণ ও ভারতীয় মুসলমান নারীদের সামগ্রিক দুঃখ দুর্দশার কারণ অনুসন্ধানে আগ্রহী। কর্ম ও চিন্তায় এই দ্বৈরথ মানসিকতার মধ্য দিয়ে বেগম রোকেয়ার 'মাসিক মহিলায়' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো লিখিত। অবশ্য স্বামীর মৃত্যুর পর এই দ্বৈরথ জীবনচর্চা আর থাকেনি। চিন্তাকে বাস্তব রূপ প্রদানের জন্য কর্ম তৎপরতা শুরু হয়েছে। যার প্রথম ফললাভ সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা।

মাসিক মহিলায় বেগম রোকেয়ার প্রবন্ধগুলোর মৌল বিষয় নারীর স্বতন্ত্র অধিকার অর্জন ও স্বাধীনতা। সেখানে প্রধানতঃ অবরোধ ও দাসী জীবনে অভ্যস্ত নারীদের সার্বিক মুক্তি ও স্বনির্ভরশীল জীবন বিকাশের জন্য তিনি নারী সমাজকে তীব্র ব্যঙ্গের আঘাতে জর্জরিত করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। অবশ্যই স্বীকার্য, তার এই বিদ্রোহাত্মক বক্তব্য কেউই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। মুসলমান কিংবা হিন্দু সমাজ পরের কথা, যে ব্রাহ্ম সমাজের পত্রিকায় এই সাহিত্যকর্ম প্রকাশিত, সেই সমাজের সদস্যাবৃন্দর অনেকেই তাঁর বিরুদ্ধে উচ্চকিত হয়েছে। 'মাসিক মহিলায়' প্রকাশিত পাঠিকাদের তিনটি চিঠি এর প্রমাণ। মূলতঃ আমাদের ধারণা সমকালের ব্রাহ্ম সমাজ ছিল বাঙালীর অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে চিন্তাচেতনায় অনেক অগ্রবর্তী, কিন্তু উল্লেখিত তিনটি চিঠি পড়লে এ ধারণায় আঘাত লাগে। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যেও সেই মধ্যযুগীয় সামন্তবাদী ধ্যান ধারণা সম্পৃক্ত অভিঘাতের প্রচ্ছায়া

চোখে পড়ে। এক্ষেত্রে দু'টি সত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়; প্রথমতঃ ব্রাহ্ম দার্শনিকতা বাঙালী হিন্দু মানসিকতার মর্মমূল পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। এবং দ্বিতীয়তঃ আত্ম প্রকাশের সূচনা থেকেই বেগম রোকেয়া সমকালের থেকে স্বতন্ত্রগতিধর্মী চিন্তাচর্চায় অগ্রগামী ছিলেন। তাঁর সমকালে, আরো অনেক বিখ্যাত লেখিকা যেমন, গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী (১৮৫৮-১৯২৪), কামিনী রায় (পরে সেন—১৮৬৪-১৯৩৩), মানকুমারী বসু (১৮৬৩-১৯৪৩), প্রসন্নময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, প্রমীলা নাগ (পরে বসু—১৮৭১-১৮৯৬), স্বর্ণকুমারী দেবী (১৮৫৫-১৯৩২) এবং তাঁর কন্যা সরলা দেবী (পরে চৌধুরাণী—১৮৭২-১৯৪৫) (৪/খ), এবং মুসলমান লেখিকাদের মধ্যে নওয়াব ফয়জুন্নেসা (১৮৩৪-১৯০৩), খায়রুন্নেসা খাতুন (১৮৭০-১৯২২), আলেয়া নূরুন্নেসা খাতুন (১৮৯৮-১৯৭৬) প্রমুখ ছিলেন উল্লেখযোগ্য। তাঁদের অনেকেই লেখিকা হিসেবে নয়, পত্রিকা সম্পাদনা, রাজনীতি, সমাজকর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে ছিলেন বিশেষ ভাবে সক্রিয়। উল্লেখ্য যে, এই সমস্ত লেখিকার মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩৫৫) স্বর্ণকুমারী দেবীকেই শ্রেষ্ঠ লেখিকার মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন (৪/খ)। কিন্তু শিবনারায়ণ রায় (১৯৭৯) মিসেস আর. এস. হোসেনকেই সমকালীন শিক্ষিত মুসলমানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কেননা ধর্ম বিশ্বাসও তাঁর সমালোচনা থেকে রক্ষা পায়নি। শিবনারায়ণ রায়ের মতে 'সমকালীন কোন হিন্দু মহিলাও এ ধরনের প্রবন্ধ লিখেছেন বলে জানা যায় না।' মূলতঃ তিনি তার সময়ের প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী ছিলেন না, কিন্তু সে বিশ্বাস ছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর মধ্যে লালিত। মোহিতলাল মজুমদারও বেগম রোকেয়া সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, 'তিনি ছিলেন যথার্থ বাঙালী' এবং বলতে দ্বিধা করেন নি যে, 'এ কালে হিন্দু সমাজেও এমন নারী চরিত্র বিরল।' (পৃষ্ঠা দ-ভূমিকা, রোকেয়া জীবনী)। অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখিকাদের মধ্যে বেগম রোকেয়ার স্থান ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও অগ্রগামী চিন্তাধারা-আশ্রিত।

আট

উল্লেখযোগ্য যে, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় (১৯১১) কলকাতায় মুসলমান বালিকাদের শিক্ষাদানের জন্য প্রথম প্রতিষ্ঠিত

বিদ্যালয় ছিল না। ইতোপূর্বে, ১৮১৮ সালে কলকাতায় রবার্ট মে'র পাঠশালায় একাধিক মুসলমান বালক-বালিকার শিক্ষা গ্রহণের সংবাদ জানা যায়। অতঃপর, ঐ শতকের ষাটের দশকে 'অল্পসংখ্যক মুসলমান বালিকাদের স্কুলে পড়ার সংবাদ' জানা যায়। মেরী কার্পেন্টার লিখেছেন ১৮৭০ এ ঢাকার বিক্রমপুরে অন্তপুরস্থঃনারী শিক্ষা সম্মিলনী প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনের প্রায় ১৩ জন সদস্য নারী শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায় না। ১৮৮৩ সালে উকিল হিম্মত আলী (হুগলী কলেজে সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের সহপাঠী) ঢাকায় 'সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করেন। এই সংগঠনেরও উদ্দেশ্য ছিল মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রসার। অতঃপর কলকাতার আলীপুর জর্জ:কার্টের উকিল সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৭) কর্তৃক কলকাতায় প্রথম 'মুসলিম গার্লস মাদ্রাসা' (১৮৯৭) স্থাপনের জন্য 'অপিরিসীম দানের' তথ্য জানা যায়। সম্ভবতঃ এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পিছনে মুর্শিদাবাদের নবাব ফেরদৌস মহলের দানও প্রচুর ছিল। পরবর্তীকালে ১৯০৩ সালে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন যখন 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' স্থাপন করেন, তখন সেখানেও মুসলমান মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের জন্য একাধিক প্রস্তাব ও সমাজে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। তবু বলা প্রয়োজন, উনিশ শতকে হিন্দু ও ব্রাহ্মসমাজের মেয়েদের জন্য একাধিক 'গার্লস স্কুল' স্থাপিত হলেও এর প্রভাব একই উঠোনের ওপাশে বসবাসরত মুসলমান সমাজে সীমিতভাবেও পরিলক্ষিত হয় না। যদিও, উল্লিখিত শতকের প্রথম থেকেই অনেক মুসলমান কর্তৃক কলকাতায় একাধিক বিদ্যালয় পরিচালনা ও সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ভার বহনের সংবাদ রয়েছে। সম্ভবতঃ সমকালে মুসলমান সমাজে 'মেয়েরা পড়তে পারবে' কিন্তু লিখতে পারবে না, এ ধরনের একটি ধর্মীয় বিশ্বাস প্রচলিত থাকার জন্য মুসলমান মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্যোগ গ্রহণে ভয় সৃষ্টি হতে পারে।

চলতি শতকের প্রথম দশকের শেষে ১৯০৯-এ হোসেন শহীদ সোহ-রাওয়ার্দীর মাতা খুজিস্তা বানু কলকাতায় সোহরাওয়ার্দী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন, ১৯২৯ পর্যন্ত যে স্কুলটি চালু ছিল, সে সংবাদও জানা যায়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে ভাগলপুর থেকে

বেগম রোকেয়া কলকাতায় তাঁর স্কুল স্থানান্তরিত করেন। প্রধানতঃ ভাগলপুরে 'স্কুল পরিচালনায়' বিরোধিতা সৃষ্টির জন্যই তাঁর কলকাতায় আগমন [২/গগ ; ৩/কক ; ৩/ঘ ; ৪/কক ; ১০/ ঘ ; ১১/কক ; ১৩/কক]। কিন্তু কলকাতায় 'স্কুল' স্থানান্তরের পরও যে বেগম রোকেয়ার উপর থেকে বিরোধিতা প্রশমিত হয়েছিল, তা বলা যায় না। এই বিরোধিতার কিছু পরিচয় রোকেয়া জীবনী (১৯৩৭?) ছাড়াও বেগম রোকেয়ার লেখনীতেও বিবৃত। এ সমস্ত বিবরণ পড়লে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিশ শতকের প্রথম দশকের পরেও কলকাতার মুসলমান সম্প্রদায় নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তখনও মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনা ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত ছিল। যদিও সত্য যে, বেগম রোকেয়া মুসলমান সমাজে নারী শিক্ষার প্রথম ও একমাত্র উদ্‌গাতা ছিলেন না। কিন্তু একমাত্র তাঁর আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলেই বাংলার মুসলমান মেয়েদের আধুনিক অ্যাকাডেমিক শিক্ষার ধারা দৃঢ় ভিত্তিমূলে স্থাপিত হয়েছে। তাঁর উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বে বাংলার মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি ছিল খুবই ক্ষুদ্র পরিসরে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ক্ষণ-স্থায়ী প্রচেষ্টা মাত্র। তিনি প্রথম এদেশের মুসলমান মেয়েদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ও উপযোগিতা সৃষ্টি করতে সমর্থ হন এবং এ ক্ষেত্রে তাঁর জীবনব্যাপী কর্মপ্রবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই তিনি মুসলমান নারী শিক্ষার প্রথম উদ্‌গাতা না হলেও শ্রেষ্ঠ ও সার্থক পথপ্রদর্শক, এ বক্তব্য যথেষ্ট দ্বিধাহীনভাবেই করা যায়। ফলে, এ কারণেই তাঁর উপরে প্রতিক্রিয়াশীলদের আঘাতের সিংহ ভাগ পড়েছিল। তবে, বলা প্রয়োজন, এই বিরোধিতা কখনোই বেগম রোকেয়ার কাছে বৃহত্তর নেতিবাচক অর্থে গৃহীত হয়নি। সমালোচনা, বিরোধিতা, অপপ্রচার, সন্দেহ ইত্যাদি সমস্ত কিছুই তিনি অত্যন্ত স্বাভাবিক প্রতিদান বা কর্মের পুরস্কার হিসেবে 'শিরোভূষণ পুষ্পমাল্য' করেছেন। এ সমস্তই তাঁর কাছে উদ্ভাসিত হয়েছিল ইতিবাচক মূল্যে। যে কারণে অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁকে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তুলনা করতে দ্বিধা করেন নি। এছাড়াও বেগম রোকেয়ার মৃত্যুতে ব্যথিত মনে তিনি লিখেছিলেন : 'একজন সত্যকার নীরব কর্মীর মৃত্যুতে দেশ মাতার অঙ্ক শূন্য হইল—যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে বসিয়া জাতির মুক্তির জন্য তপস্যা করেন, এমন একজন নিঃস্বার্থ তাপসী সাধনোচিত ধামে গমন করিলেন, (পৃ. ॥. ॥/. ভূমিকা, রোকেয়া জীবনী)। এ দুঃখ

সমকালের আরো অনেকেই করেছেন। তাই বেগম রোকেয়ার অবদানের গুরুত্ব সংকীর্ণ অর্থে বিচার করা অনুচিত।

বেগম রোকেয়া সমাজের হৃদস্পন্দন কোথায় কিভাবে ধ্বনিত, কোথায় এর দুর্বলতা-মূঢ়তা, গভীর মমত্ব সহকারে পর্যবেক্ষণ করে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ সামর্থ্যে সমাজ থেকে তা মুছে ফেলার জন্য নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন। সমস্ত বিরোধিতা, হতাশা ও কালিক আঘাত প্রচণ্ড মানসিক শক্তিতে অগ্রাহ্য করে সুন্দর ভবিষ্যতের লক্ষ্যে এই যে একাকী নিঃসঙ্গ এগিয়ে যাওয়া, এখানেই তাঁর অনন্য মহত্ব ও সার্থকতা।

তথ্য-সঙ্কেত

(বাংলা অক্ষরক্রম অনুযায়ী গ্রন্থকার, প্রাবন্ধিক ও পত্রিকার নাম প্রদত্ত। ভিন্ন উল্লেখ না থাকলে ১ম প্রকাশ বোঝাবে)।

১/ক আনিসুজ্জামান (১৯৬৯), মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র : ১৮৩০-১৯৩১, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, (পৃ. ১১০-১১৪)। নবনূরে অনুরূপা দেবীর উপন্যাস টিলকুঠি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও নিরূপমা দেবীর একটি কবিতা প্রকাশের সংবাদ জানা যায়। আরও দ্রষ্টব্য : শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রধান সম্পাদক (১৯৭৬), সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা, (পৃ. ১৫-১৬)। ভারতকোষ প্রথম খণ্ড (প্রকাশ সাল নেই), প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী অনুরূপা দেবীর গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রচনাকর্মের তালিকায় টিলকুঠি নেই। সম্ভবতঃ 'টিলকুঠি' এখনো গ্রন্থ হিসেবে অপ্রকাশিত।

২/ক আবদুল কাদির সম্পাদক (১৯৭৩), রোকেয়া রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদকের নিবেদন, (পৃ. ১১)। সম্পাদকের তথ্যানুযায়ী মাসিক নবনূরে ১৩১০ সনের মাঘ সংখ্যায় 'নিরীহ বাঙালী' বেগম রোকেয়ার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ। অর্থাৎ ১৯০৪ সালের জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় নবনূরে প্রবন্ধটি প্রকাশিত।

২/খ আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত (পৃ. ৮-৯)।

২/গ আবদুল কাদির, পূর্বোক্ত (পৃ. ১৯)।

২/গগ　ওয়াকিল আহমেদ : বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি, ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় পত্রিকা, ডিসেম্বর ১৯৭৮, পৃ ১৭৩-১৭৫

৩/কক　ছবি রায় : বঙ্গে নারী আন্দোলন, কলিকাতা, প্রকাশ সাল নেই, (পৃ. ১৪৮)।

৩/ক　দৈনিক বঙ্গবাণী, কলিকাতা, শনিবার ১০ই ডিসেম্বর ১৯৩২।

৩/খ　দৈনিক বঙ্গবাণী, কলিকাতা, বৃহস্পতিবার ২৯শে ডিসেম্বর ১৯৩২।

৩/গ　দৈনিক বঙ্গবাণী, কলিকাতা, মঙ্গলবার ২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩২।

৩/ঘ　দৈনিক বঙ্গবাণী ২০শে মে, সোমবার ১৯২৯।

৪/কক　ড. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ঃ Associations of Bengal :Their Activities & role in Politics & Society 1851-1885. Unpub - lished Ph.D. Thesis, Jadavpur University, 1985.

৪/ক　ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৫৯, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, প্রমীলা নাগ নিরুপমা দেবী, ক্রম-৯৪, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা। (পৃ ২২-২৩ ও অন্যান্য)।

৪/খ　ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৩৫৩, সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা, গিরীন্দ্রমোহিণী দাসী কামিনী রায়, ক্রম-৫৫, পৃ. ২৩-২৪, এবং স্বর্ণকুমারী দেবী (১৩৫৫), ক্রম-২৮, (পৃ ৩২)।

৫/ক　বার্ষিক সওগাত (১৩৩৩), মহিলা সাহিত্যিকগণ : সাহিত্যিক ও সাংবাদিক পরিচয়॥ মিসেস আর. এস. হোসেন (পৃ. ১৯৫)। এই পরিচিতি বর্ণনায় ১৬ বছর বয়সে বেগম রোকেয়ার বিবাহ হয়, উল্লেখ করা হয়েছে। এই বক্তব্য রোকেয়া রচনাবলীর সম্পাদ-কের নিবেদন অংশেও প্রদত্ত। কিন্তু শামসুন নাহার রচিত জীবনী (দ্র. ৯/ক পাদটীকা) গ্রন্থে বেগম রোকেয়ার ১৮ বছর বয়সে বিবাহ হয় বলা হয়েছে (পৃ ৩৮)। এই তথ্য মোশাফেকা মাহমুদ (১৯৬৫) রচিত রাকেয়া পরিচিতি গ্রন্থেও উদ্ধৃত।

৬/ক　ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৩১৩), আত্মজীবন, কলিকাতা, (পৃ. ৫০-৫১)।

৭/ক　মাসিক নবনূরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপঃ মিসেস আর. এস. হোসেন প্রণীত অমূল্য গ্রন্থ মতিচুর।

এই পুস্তকে ৭টি অত্যুৎকৃষ্ট সন্দর্ভ আছে। লেখিকার প্রথম রচনা 'পিপাসা' (মহররম) শীর্ষক প্রবন্ধটি ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট আইভরি ফিনিস কাগজে, শুদ্ধ ছাপা, সুন্দর বিলাতি বাইন্ডিং, সোনার জলে নাম লেখা, মূল্য ৬, আনা।

[এই বিজ্ঞাপন প্রধানতঃ প্রচ্ছদের পরবর্তী পৃষ্ঠা বা সূচীপত্রের নীচে মুদ্রিত হয়েছে।]

তবে মাসিক নবনূর ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, ১৩১২ পৌষ ঈদ সংখ্যায় এবং ৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ১৩১৩ ভাদ্র কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়নি। অন্যদিকে, ৩য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা ১৩১২ বৈশাখের প্রচ্ছদে মিসেস আর. এস. হোসেনের নাম 'এই সংখ্যাতে লেখক/লেখিকা' হিসেবে মুদ্রিত হয়। কিন্তু পত্রিকার ভিতরে কোন লেখা নেই। আরো স্মর্তব্য, রোকেয়া রচনাবলীর ৫৯৭ পৃষ্ঠায় মতিচূর (১ম খণ্ড) গ্রন্থের মূল্য দেওয়া হয়েছে ৷৷. পাঁচ সিকা মাত্র।

৭/খ মাসিক নবনূর, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠে 'আশা-জ্যোতিঃ' শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় (পৃ. ৭৩-৭৭)। এই প্রবন্ধ পরে সম্পূর্ণরূপে মৎকৃত ভূমিকা দিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের সাহিত্য-সাময়িকীতে ১৬ই ফাল্গুন ১৩৯২, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি আলীগড়ে প্রথম মহিলা বিদ্যালয় স্থাপন (১৯০৬) উপলক্ষে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে লিখিত। মূলতঃ আধুনিক যুগোপযোগী অ্যাকাডেমিক শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়েই যে নারীর সার্বিক উন্নতি সম্ভব, এ প্রবন্ধে সে সম্পর্কেই মতামত ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭/গ মাসিক নবনূর, প্রথম সংখ্যা ৮০০, ২য় সংখ্যা থেকে ৫০০, এবং ২য় বর্ষ থেকে ১০০০ সংখ্যা মুদ্রণের তথ্য অধ্যাপক আনিসুজ্জমান দিয়েছেন। দ্র. মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র (পৃ. ৬৬-৬৭)। অন্য একটি তথ্যে দেখা যায়, নবনূর ৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা ১৩১২ পত্রিকার ৭৪০-৭৫০ পৃষ্ঠার মধ্যবর্তী সংযোজিত ক্রমিক বিহীন মুদ্রিত পৃষ্ঠায় এই সংখ্যা ১৫০০ মুদ্রণের তথ্য পেশ করা হয়েছে। আরো দ্রষ্টব্য : বেঙ্গল লাইব্রেরী Vol. III. No. 2. ৭ই আগস্ট ১৯০৫ প্রতিবেদন।

৮/ক মাসিক মহিলা, কলিকাতা। ৯ম ভাগ, শ্রাবণ ১৩১০, আগস্ট ১৯০৩, ১ম সংখ্যা, (পৃ. ৫১)।

৮/খ মাসিক মহিলা, কলিকাতা, ৯ম ভাগ, ভাদ্র ১৩১০, সেপ্টেম্বর ১৯০৩, ২য় সংখ্যা, (পৃ. ৪৮-৫১)।

৮/গ মাসিক মহিলা, পূর্বোক্ত, (পৃ. ৫১)।

৮/ঘ মাসিক মহিলা, পূর্বোক্ত, (পৃ. ৪৫-৫৪)।

৮/ঙ মাসিক মহিলা, পূর্বোক্ত, (পৃ. ৪৫)।

৯/ক মিসেস আর. এস. হোসেন [Mrs. R. S. Hossein (Hosen), (Hosein)]। 'অলঙ্কার না Badge of Slavery?' 'মাসিক মহিলা' ৮ম ভাগ, ১৩১০ বৈশাখ, মে ১৯০৩, ১০ম সংখ্যা, (পৃ. ২৭৩-২৭৭) প্রথম পর্ব।

ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, জুন ১৯০৩ ১১শ সংখ্যা, (পৃ. ৩১১-৩১৪), দ্বিতীয় পর্ব।

ঐ, আষাঢ় ১৩১০, জুলাই ১৯০৩, ১২শ সংখ্যা, (পৃ. ৩৩৯-৩৪৪), তৃতীয় পর্ব। উল্লিখিত পত্রিকায় হোসেনের ইংরেজী বানান বিভিন্ন সংখ্যায় বিভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়।

৯/খ Mrs. R. S. Hosen স্বার্থপরতা, মাসিক মহিলা, ৯ম ভাগ, ১৩১১ আষাঢ়, জুলাই ১৯০৪, ১২শ সংখ্যা (পৃ. ৩৪৮-৩৪৯)।

'স্বার্থপরতা'*

তোমরা যে বল "পরার্থপরতা"
কি কথা অর্থটার?
"পরের লাগিয়া আত্মবিসর্জ্জন
বলিদান আপনার।"
পরার্থপরতা করে কি পরাণ
দারুণ যাতনময়?
"মহান হৃদয় "আত্ম-বিসর্জ্জনে
সুখী হয় অতিশায়।"
তবে কেন বল আত্ম-বিসর্জ্জন"?
বল "সুখ আপনার"

সকলে কেবল খোঁজে "আত্মসুখ"
"স্বার্থহীন" কে আবার ?
স্বার্থ পর হেরি বিশ্বচরাচর,-—
কে আছে "পরার্থপর ?"
এত ছল কেন সোজা কথা বল-...
"সকলেই স্বার্থপর"
"স্বার্থপরতা" প্রচ্ছন্ন যেখানে
পরার্থ তারেই কয়।
সত্য কথাই বলি "পরার্থপরতা"
ও কোন কথাই নয়।
দস্যু অপরের সর্ব্বস্ব লুটিয়া
যথা পুলকিত হবে,
দানবীর তথা সর্ব্বস্ব বিলায়ে
পরম আনন্দলভে।
শুধু বল রুচি যেমন যাহার
তাঁর সুখ সেই মত।
কোন রুগী জল দেখী হয় ভীত
কেহ জলে সুখী কত!
খল সুখী হয় চাতুরী কৌশলে
ফিরে সর্ব্বনাশা তরে;
লোক হিতকর চিন্তায় সুজন
স্বর্গ সুখ লাভ করে।
পাষণ্ড নিঠুর দুর্ব্বলে পীড়িয়া
হয় চরিতার্থ; হায়!
দয়াবীর জন মুছায়ে পরের
শোকাশ্রু সান্ত্বনা পায়।
গুবরে পোকা যত ভালবাসে শুধু
ঘৃণিত দুর্গন্ধভার
মধুপ ভ্রমর ভালবাসে ফুল,—
ফুলের অমিয়াধার।

তাই বল, রুচি যেমন যাহার
সেই রূপ সুখ তার
সবে "স্বার্থপর", "পরার্থপরতা"
কথা শুধু ছলনার ॥

*ভাগলপুরস্থ মোসলমান মহিলা Mrs. R. S. Hosen কর্তৃক বিরচিত।

১০/ক শামসুন নাহার, উন্নতজীবন গ্রন্থমালা, রোকেয়া জীবনী, বুলবুল হাউস, কলিকাতা। (আমার ব্যবহৃত গ্রন্থটিতে লেখিকার নিবেদনে অক্টোবর ১৯৩৭, শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকার শেষাংশ ১লা আষাঢ় ১৩৪৬ এবং গ্রন্থটির ভিতরের নাম পৃষ্ঠায় এপ্রিল ১৯৪৭ সাল লিখিত। গ্রন্থবিজ্ঞানের দৃষ্টি তাই প্রকাশসাল সমস্যা জটিল বিধায় গ্রন্থটির সামগ্রিক তথ্য প্রদত্ত হলো।) পৃ. ১৭। শামসুন নাহার লিখেছেন— চৌদ্দ বছরের ভাগলপুর প্রবাস জীবনে বেগম রোকেয়া 'বঙ্গভাষায় কথাবার্ত্তা কহিবার একটি লোকও না পাইয়াও বঙ্গভাষা' ভুলেননি (পৃ. ২৩)। বক্তব্যটি অতিরঞ্জিত। কেননা, ১৮৯৮ সালে বেগম রোকেয়ার বিবাহ হয় এবং বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই ভাগলপুরে স্বামীগৃহে গমন ঘটে। অতঃপর ১৯০৯ সালে ৩রা মে তাঁর স্বামী বহুমূত্র অসুখে অন্ধ হয়ে ক্রমদুর্বলতায় মৃত্যু-উত্তর ১৯১১ সালের প্রথম দিকে বেগম রোকেয়ার স্থায়ীভাবে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন। অর্থাৎ খুব বেশি হলেও বারো বছর তিনি ভাগলপুরে ছিলেন। কিন্তু এই বারো বছর তিনি একনাগাড়ে বিরতিহীনভাবে ভাগলপুরে ছিলেন না। স্বামীর চিকিৎসার্থে কলকাতায় এসেছিলেন একাধিকবার, তাঁর স্বামীরও মৃত্যু হয় কলকাতায় চিকিৎসার্থে আগমন-উত্তরকালে। অর্থাৎ কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ নষ্ট হয়নি। তবে, স্বামীর সঙ্গে যাবতীয় আলাপ ইংরেজী ও উর্দুতে হতো। অবশ্য, এটা বেগম রোকেয়ার কাছে বিবাহোত্তর 'আকুল পাথার' সমস্যা ছিল না। জানা যায়, রোকেয়ার নিজ বাড়িতেও 'বাংলা' ছিল উপেক্ষিত, সহজভাবে 'নিন্দনীয়'। যদিও বেগম রোকেয়া তাঁর স্বামীকে বাংলা ভাষা

শেখানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু তার সাফল্যের মাত্রা অজ্ঞাত। বলা প্রয়োজন, মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেনের ছাত্রাবস্থা থেকেই ইংরেজী ও হিন্দিতে আলাপ চলতো। অন্যদিকে শোনা কথা : হুগলীতে থাকার সময় সৈয়দ সাখাওয়াৎ হোসেন একটু একটু বাংলা বুঝতেন।

১০/খ শামসুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃ ৯৮

১০/গ শামসুন নাহার, পূর্বোক্ত, পৃ ৮৫

১০/ঘ শাহানারা হোসেন, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন ও বাঙালী মুসলিম নারী জাগরণ, সাহিত্যিকী, বাংলা গবেষণা সংসদ, রাজশাহী, ১৪শ বর্ষ, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ ২২০-২২১

১১/কক শিবনারায়ণ রায়, বাঙালীর আত্ম জিজ্ঞাসা, পুরোগামী, ১৬/১২।/৭৯। উদ্ধৃত—আবদুল মান্নান সৈয়দ (১৯৮৩), বেগম রোকেয়া, বাংলা একাডেমী ঢাকা, (পৃ ১১ ও ৫২)।

১১/ক শ্রী সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান, কলিকাতা ১৯৭৬, পৃ ১৫-১৬

১২/ক সনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভারত বিচিত্রা, ত্রয়োদশ বর্ষ, আষাঢ় ১৩৯২, পৃ ১৮। এই প্রবন্ধটি পূর্বোক্ত লেখকের মৌলবী ভাই গিরিশচন্দ্র সেন শীর্ষক গ্রন্থ (কলিকাতা ১৯৭৯) থেকে সংকলিত।

১৩/কক মোহাম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, বৃটিশ শাসনামলে বঙ্গীয় মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা, ক্লিও, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের বার্ষিক গবেষণা পত্রিকা। ৯৮৮ পৃ ৫-১৪।

১৩/ক হাফেজ মোহাম্মদ ইছা, গল্পের নাম : স্বপ্নের ইতিহাস। মাসিক আহলে হাদিস, ৩য় ভাগ ৭ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩২৪, পৃ ৩৩০-৩৩৩। বেগম রোকেয়া রচিত 'পঁয়ত্রিশ মন খানা' (দ্রষ্টব্য : রোকেয়া রচনাবলী, পৃ. ৫৪৪-৬৪৭) শীর্ষক ব্যঙ্গ গল্পটির সঙ্গে হাফেজ মোহাম্মদ ইছা রচিত উল্লিখিত ব্যঙ্গ গল্পটির ভূমিকাংশ ও শেষের কয়েকচরণ ব্যতীত প্রায় হুবুহু মিল লক্ষণীয়। স্মর্তব্য, বেগম রোকেয়ার গল্পটি হাফেজ মোহাম্মদ ইছার গল্পটি প্রকাশের প্রায় দশ বছর পরে প্রকাশিত।

তবে, উল্লেখ্য যে, 'মাসিক আহলে হাদিসে' 'স্বপ্নের ইতিহাস' প্রকাশিত হলে তার ব্যাপক প্রতিবাদ আহলে হাদিসের পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যেমন, ৩য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩২৫ সনের আহলে হাদিসে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক 'জনৈক পাঠক' 'ইহা ভ্রম না ত্রুটি' শিরোনামে লেখেন, "হাফেজ মোহাম্মদ ইছা সাহেবের লিখিত 'স্বপ্নের ইতিহাস' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলাম। গল্পটির উদ্দেশ্য ভাল হইলেও এইরূপ কাল্পনিক স্বপ্ন-বৃত্তান্ত আহলে হাদিসে প্রকাশ হওয়া নিতান্ত দোষের কথা। এসলাম অনুমোদিত সাহিত্যালোচনার জন্যই যখন আহলে হাদিসের সৃষ্টি—তখন তদ্বিপরীত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার আবশ্যকতা কি? এই কাল্পনিক গল্প এসলামী পত্রিকায় আর যাহাতে প্রকাশিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। আশা করি, আহলে হাদিস নিজ নামের সার্থকতা বজায় রাখিয়া চলিবে" (পৃ. ৩৫১)। অথচ আল-এসলাম পত্রিকার ১৩২৩ সনের মাঘ ও ফাল্গুন-চৈত্র দু'টি সংখ্যায় ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্ত্রীশিক্ষা' (বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির কলকাতায় অনুষ্ঠিত ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত বক্তৃতা, পরে গ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত, 'বর্দ্ধিত সংস্করণ' ২৭শে ফাল্গুন, ১৩২৩) ক্রমশঃ প্রকাশিত হলে আবার হাফেজ মোহাম্মদ ইছাই তার বিষয়বস্তুর প্রতি কঠোর প্রতিবাদ করেন। দ্রষ্টব্য : হাফেজ মোহাম্মদ ইছা, সমাজের অপর পার্শ্ব, আহলে হাদিস, ৩য় ভগ, ২য় সংখ্যা, ১৩২৪ কার্ত্তিক ১৩২৪, পৃ ৭০-৭১।

মাসিক মহিলা ও নবনূর পত্রিকার ব্যবহৃত সংখ্যা সূচী ·

ক. মিসেস আর. এস. হোসেন : অলঙ্কার না Badge of slavesy?
মাসিক মহিলা, ৮ম ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ১৩১০ বৈশাখ; পৃ. ২৭৩-২৭৭
: ঐ, ৮ম ভাগ, ১১শ সংখ্যা, ১৩১০ জ্যৈষ্ঠ ; পৃ. ৩১১-৩১৪

: ঐ, ৮ম ভাগ, ১২শ সংখ্যা, ১৩১০ আষাঢ় ; পৃ. ৩৩৯-৩৪৪

: অর্দ্ধাঙ্গী, মাসিক মহিলা, ৯ম ভাগ, ১ম সংখ্যা ১৩১০ শ্রাবণ, পৃ. ১৯-২১

: ঐ, ৯ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩১০ ১৩১০ আশ্বিন, পৃ. ৭৮-৭৯

: ঐ, ৯ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩১০ কার্তিক, পৃ. ১০৮-১১৩

: সুগৃহিণী, মাসিক মহিলা, ৯ম ভাগ, ৭ম সংখ্যা, ১৩১০ মাঘ, পৃ. ১৮৭-৯২

: ঐ, ৯ম ভাগ, ৮ম সংখ্যা, ১৩১০ ফাল্গুন, পৃ. ২১৭-২২১

: স্বার্থপরতা, মাসিক মহিলা, ৯ম ভাগ ১২শ সংখ্যা, ১৩১১ আষাঢ়, পৃ. ৩৪৮-৩৪৯

: 'আশা-জ্যোতি', মাসিক নবনূর, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩১৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৩-৭৭

খ. উপসম্পাদকীয়, আলোচনা, প্রেরিতপত্র, পরিচিতি ইত্যাদি

: মোসলেম নারীদিগের অবস্থা, মাসিক মহিলা, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, ১৩০২ শ্রাবণ, পৃ. ৯-১১

: ঐ, ১ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩০২ ভাদ্র, পৃ. ৩৩-৩৫

: স্ত্রী স্বাধীনতা, মাসিক মহিলা, ৪র্থ ভাগ, ৮ম সংখ্যা, ১৩০৫ ফাল্গুন, পৃ. ১৭১-১৭৩

ঐ, ৪র্থ ভাগ, ১০ম সংখ্যা, ১৩০৬ বৈশাখ, পৃ. ১২৫-২৩০

: নারী কি নরের সমকক্ষ ? ৯ম ভাগ ১ম সংখ্যা, ১৩১০ শ্রাবণ, পৃ. ২৩-২৪

: ঐ, ৯ম ভাগ, ২য় সংখ্যা, ১৩১০ ভাদ্র, পৃ. ৪২-৫২